Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Chamely Akter Humira

রোলঃ 228020129

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Chamely Akter Humira

রোলঃ 228020129

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Chamely Akter Humira, আইডিঃ 228020129 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত এর ভয়াবহতা ও পরিণাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

Chamely Akter Humira

আইডিঃ 228020129

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা.....5

গীবত কী.....6

গীবতের সংজ্ঞা.....7

“গীবত বিষয়ক কুরআনের আয়াত”.....8

“গীবতের মাধ্যমসমূহ”.....9

“গীবতের ধরনসমূহ”.....9

“মুসলমানের গীবত”.....10

“অমুসলিম নাগরিকের গীবত”.....10

“যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত”.....11

“পোশাকের গীবত”.....13

“বংশের গীবত”.....14

“ইবাদতের গীবত”.....14

“অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত”.....15

“দৈহিক কাঠামোর গীবত”.....17

“ইশারা ইঙ্গিতে গীবত”.....19

“গুনাহের গীবত”.....19

“কানের গীবত”.....21

“অন্তরের গীবত”.....23

“অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত”.....23

“লেখার মাধ্যমে গীবত”.....25

"ধারণা বসত গীবত”.....25

“দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত”.....26

“গীবতের বৈধ প্রকার সমূহ”.....26

"নাজায়েয গীবতের সংজ্ঞা" 31
"উত্তম কথা ব্যতীত অন্য কথা হতে জবান হেফাজত করা" 33
"চোগলখরি" 35
"গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য" 37
"গীবতের ক্ষতি" 37
"গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর" 40
"গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার" 41
"গীবত ত্যাগের উপকারিতা" 42
"গীবত করার কারণসমূহ" 43
"গীবতের কাফফারা" 47
"মনে মনে গীবত করাও হারাম" 48
"গীবতের পরিণাম" 49
"গীবতের ভয়াবহতা" 50
"গীবতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার উপায়" 52
ইহকালীন শাস্তি, পরকালীন শাস্তি ও উভয় শাস্তি 54
"কিয়ামতের গীবতকারীর সাথে যে ব্যাবহার করা হবে" 56
"মিথ্যা অপবাদের পরিণতি" 57
"মিথ্যুকের ভয়াবহ পরিণতি" 59
"মুসলমানের গীবতের বাধা দান এবং তার সাহায্য করার ফজিলত" 60
"গীবত থেকে বাঁচার উপায়" 63
"গ্রন্থপঞ্জি" 70

ভুমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। দুরুদ ও সালাম তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি এবং তার পরিবারবর্গ ও সঙ্গী সাথীদের প্রতি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের এই জীবনবিধানে যেমন ভাল কাজের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ রয়েছে।

তেমনি একটি মারাত্মক গুনাহ হলো গীবত

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তার মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হ'ল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

গীবত হলো এমন একটি সামাজিক ব্যাধি, যা নিরবে সমাজকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে। অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তার দোষের আলোচনা করাই গীবত, আর এটি সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে,

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হাজ্জের কুরবানীর দিন মিনায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, তোমাদের পরস্পরের রক্ত বা জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি হারাম ও সম্মানযোগ্য, যেমনিভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর তোমাদের জন্য হারাম ও স মম্মানযোগ্য। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? **(বুখারি ও মুসলিম)**

মুসলিমদের কখনই ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় এমন কোন কথা বলা উচিত নয়। কুরআনে আল্লাহ বলছেন- তোমরা নিজেদের আহত, ক্ষত কর না। নিজেদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আহত করতে পারে? আল্লাহর এই বাণী দিয়ে বোঝানো হয়েছে গোটা মুসলিম সমাজ একটা অখন্ড সত্তা। একজন যদি তার ভাইকে আহত করে তবে সে আসলে নিজেকেই আহত ও ক্ষতবিক্ষত করে।

আল্লাহর রাসুল (স:) বলেছেন,
যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও পরপকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন বললে ভালো কিছু বলে, না হয় চুপ থাকে। **[বুখারী]**
একজন উত্তম মুসলিমের পরিচয় হিসেবে বলা হয়েছে,

"যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে তিনিই হলেন প্রকৃত মুসলিম।" **[বুখারী]**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ
ما يلفظ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

"সে (মানুষ) যাই উচ্চারণ করে তা (লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য) তার কাছে রয়েছে সতর্ক প্রহরী' **(সূরা ক্বাফ: ১৮]**

গীবত কী

'গীবাত' আরবী শব্দ। বাংলায় একে 'পরনিন্দা' বলা হয়।
গীবত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দোষারোপ করা, অনুপস্থিত থাকা, পরচর্চা করা, পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা, অন্যের পিছে সমালোচনা করা ইত্যাদি।
পরিভাষায় গীবত বলা হয় 'তোমার কোনো ভাইয়ের পেছনে তার এমন দোষের কথা উল্লেখ করা যা সে গোপন রেখেছে অথবা যার উল্লেখ সে অপছন্দ করে।

(মু'জামুল ওয়াসিত) গীবতের সবচেয়ে উত্তম ও বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিম্মোক্ত হাদীস থেকে পেতে পারি:

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"গীবত কাকে বলে, তোমরা জান কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার কোনো ভাই (দীনি) সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গীবত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যে দোষের কথা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে দোষের কথা বল, তা যদি তোমার ভাইয়ের থাকে তবে তুমি অবশ্যই তার গীবত করলে

আর তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ।"'

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কোনো ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলা গীবত যা সে অপছন্দ করে।

গীবতের সংজ্ঞা

কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ বর্ণনা করা, যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হবে কষ্ট পাবে। শরীঅতের পরিভাষায় তাকে গীবত বলা হয়। মুখে, লেখনীতে, অঙ্গ দ্বারা বা অন্য যে কোন মাধ্যমে করা হোক, তা গীবত বলেই গণ্য হবে। যার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে সে কাফের মুসলিম যাই হোক। বর্ণিত দোষ যদি ঐই ব্যক্তির মাঝে থাকে তবেই তা গীবত হবে। অন্যথায় মিথ্যা অপবাদ হবে। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা সম্বলিত হাদীস ।

★ ঘটনা

এক বেঁটে মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আগমন করেন। মহিলা চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তার বেঁটে হওয়ার দোষ বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে! তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো তার অবাস্তব কোন দোষ বর্ণনা করিনি। অবশ্য আমি তাঁর খর্বাকৃতি হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেছি। আর প্রকৃতপক্ষেই তার মাঝে এ ত্রুটি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জবাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু যখনই তুমি

তার খর্বাকৃতি হওয়ার দোষ বর্ণনা করেছ, তখন এটাই গীবত হয়ে গেল। (তাম্বীহুল গাফেলীন- গীবত অধ্যায়)

(সুনানে আবু দাউদ:৪৮৭৫)

বর্তমান যুগে গীবত এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে মানুষ এটি গুনাহ হিসেবেই গণ্য করে না। গীবতকে কেউ কেউ হাস্যরস, বিনোদন বা ‘সত্য কথা বলা’ বলে চালিয়ে দিতে চায়। অথচ ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গীবত একটি মহাপাপ, যার শাস্তি পরকালে অত্যন্ত ভয়াবহ।

“গীবত বিষয়ক কুরআনের আয়াত”

গীবত বিষয়ে কুরআনে দুটি আয়াত।

কুরআনের সূরা আল-হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَا تَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّا بٌ رَّحِيْمٌ

“হে মু’মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশি তাওবাহ ক্ববূলকারী, অতি দয়ালু।”

(সূরা আল-হুজুরাত (৪৯): আয়াত: ১২)

সূরা নিসার ১৪৮ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَـهْرَ بِا لسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۗ وَكَا نَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

"খারাপ কথার প্রচার প্রপাগান্ডা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে (তার কথা আলাদা), আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”

(সূরা নিসা (৪)ঃ আয়াতঃ ১৪৮)

“গীবতের মাধ্যমসমূহ”

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। আলেমদের মতে গীবতের মূল মাধ্যম ৪টি ।

যথা:

★জিহ্বার গীবত

★অন্তরের গীবত

★ইশারা ইঙ্গিতের গীবত

★ লেখার মাধ্যমে গীবত

১. *জিহ্বার গীবত* : গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ’ল জিহবা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়।

২. *অন্তরের গীবত* : কুধারণা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত হয়

৩. *ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত* : কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে।

৪. *লেখার মাধ্যমে গীবত* : মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হ’ল লেখা। গাযালী (রহঃ) বলেন, وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين ‘লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি’। ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হ’তে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপসন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে’।

“গীবতের ধরনসমূহ”

ইমাম নববীর (র)এর সংজ্ঞা অনুযায়ী গীবতের প্রকারভেদ অনুমান করা যায়।

যথা- (১) সৃষ্টিগত শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত। (২) চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত। (৩) বংশের গীবত। (৪) পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত।
(৫) পরোক্ষ গীবত।

"মুসলমানের গীবত"

গীবত প্রথমত তিন প্রকার। (এক) মুসলমানের গীবত করা। এটা অকাট্যভাবেই হারাম। মহান আল্লাহ্ বাণী:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করো"
(সূরা হুজুরাত;আয়াত- **১২** এর অংশ**)।**

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কারণ কুম (১) সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

"অমুসলিম নাগরিকের গীবত"

(দুই) ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম (বিস্তারিত আলোচনা রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

"যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত"

(তিন) ফিকহ-এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ। ইমাম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয় পর্যায় গীবত দুই ভাগে বিভক্ত। জীবিত ব্যক্তির গীবত করা এবং মৃত ব্যক্তির গীবত করা। জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ মৃতদের গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা, তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই হারাম, তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন:

اذا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فِيهِ. ِ

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না"
(আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

لا تَسبُوا الْأَمْوَاتَ فَانْهُمْ أَفضُوا إِلَى مَا قَدِمُوا

"তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"

হাদীসটি ইবনে হিব্বান (র) রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবদুল আজীম আল-মুনযিরী তাঁর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব-এ সংকলন করেছেন।

اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِم. ْ

"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাক" **(আবু দাউদ)**।

হাদীসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি-বিবেকও বলে যে, মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়। এর চারটি কারণ রয়েছে। (এক) মৃত ব্যক্তি জীবিতদের গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিতদেরও

মৃতের গীবত করা ও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। হযরত আবু দারদা (রা) প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এমন লোকের নিকটে বসি যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না। কিন্তু জীবিতদের অবস্থা এর বিপরীত।

(ইহয়া উলুমিদ-দীন, কিতাবুল আমওয়াত)।

(দুই) মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলী (রা)-র নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই (ইহয়া উলুমিদ-দীন)।

(তিন) মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়। আমার পিতা একদিন আমাকে বলেন, এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেন: হে ব্যক্তি! এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تَذكُرُوا مَوْتَاكُمُ الَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْتَمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيْه. ِ

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা, দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট" (ইহয়া উলূমিদ-দীন)।

এজন্য হাজ্জাজ ও ইয়াষীদের কুৎসা বর্ণনা করা অনুচিৎ। অবশ্য আল্লামা তাফতাযানী (র) ইয়াযীদ ও তার সহযোগীদের বেপরোয়াভাবে অভিসম্পাত করতেন। 'মাতালিবুল মুমিনীন" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তবে নীরবতা অবলম্বনই উত্তম।

গীবত
[ইমাম গাযালী (র)]

“পোশাকের গীবত”

অনেক সময় এমন বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি অনেক কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অনেক সময় এমনো বলা হয় যে অমুক ব্যাক্তির পোশাক অনেক কম দামের,তার ভালো পোশাক পড়ার সামর্থ্য নাই,অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন: হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

আমরা অনেকেই কথা বলার সময় খেয়াল করি না ,কি বলছি!এটা কি গীবত হচ্ছে কিনা?কিন্তু সাধারণ ভাবেই উক্ত শব্দ গুলা ব্যাবহার করে ফেলি,যা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

“বংশের গীবত”

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অনেক সময় এমন বলা হয় যে তারা চোরের গোষ্ঠী,বাটপারের গোষ্ঠী , ছ্যাঁচড়া, লম্পট ইত্যাদি কনো এক কালে হয়তো কেউ একজন খারাপ কিছু করেছিলো,তাই বলে বংশের সবাই খারাপ কাজ করেছে ব্যাপার টা এমন না,,এমন ভাবে বলা গীবত।

“ইবাদতের গীবত”

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহ্ জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। উক্ত ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্ রসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয় (ইহ্য়া উলূমিদ-দীন)।

“অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত”

★কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না,, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল।

এক সফরে হযরত আবু বকর ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ

করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে ।(দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছূরে)।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে।সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

এক সফরে আবু বাকর ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠান: তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইদের গোশত তৃপ্তি সকারে আহার করোনি? তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমাদের ভাগ্যে গোশত জুটেনি। তিনি বলেন: তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ, আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি যে, লোকটি দুর্বল, আমাদের খেদমত করতে পারে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এটাও বলো না, কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না (তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসূল এবং সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছুর)।

একদা সালমান ফারসী (রা) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

"তোমরা পরস্পরের গীবত করো না।"

অত্র আয়াতে গীবত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (ইবনে জুরাইহ-এর সূত্রে দুররুল মানছুরে)।

“দৈহিক কাঠামোর গীবত”

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই মোটা,শুকনা বা বেঁটে, লম্বা ,তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট বা বড় অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। চোখ একটা একটু ছোট,মাথায় চুল নাই,অমুক মেয়ের চুল ছোট,চুল কম,টাক,দেখতে কেমন যেনো,এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ

حَرَمَ اللَّهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ. ◌َ

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে
(আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُن. ◌َ◌ّ

"হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম।
(সূরা হুজুরাতঃ ১১)।

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে (সুয়ূতীর দুররুল মানছুর, আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনা)।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্কুলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি।(তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে গীবত অধ্যায়ে ফকীহ আবুল লাইছ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন।)

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) আহারের মজলিস থেকে এজন্য চলে গেলেন যে, যে মজলিসে গীবতচর্চা হয় সেখানে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোন মজলিসে নাচগান হলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। (তাতারখানিয়া গ্রন্থে এই মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এবং রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের পানাহার শীর্ষক অধ্যায়ে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।)

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ক্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ক্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ক্রুটি রয়েছে।

গীবত
[ইমাম গাযালী (র)]

“ইশারা ইঙ্গিতে গীবত”

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা হল না বটে, কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা- কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা- এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে, কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা- কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর কথায় ওঠে-বসে আর মা-বাপের অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ করা হয়েছে।

অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে বলা- কিছু লোক এমন কালো যেন দেয়াল, আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা- কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা বলা- কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা- এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা- কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ। সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

“গুনাহের গীবত”

যেমন বলা: অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর হিংসায় পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, বিড়া , সিগারেট খায়,সে চোর,ডাকাত , মানুষ এর সাথে খারাপ ব্যাবহার করে ,সর্বদা মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে ইত্যাদি।

শেখ সাদী (রহিমাহুল্লাহ) একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই রয়েছে।
কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ত্রুটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও তো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। হযরত উমার ফারুক (রা) বলেন:

كَفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاثٌ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ بِمَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ فِي مَا لا يَعْنِيْهِ

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।”
(১) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে।
(২) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ।
(৩) নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে" (আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন)।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন: "আল্লাহর স্মরণশূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না যেমনি মনিব তার গোলামদের তদারক

করে। বরং তোমরা নিজ নিজ দোষক্রুটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের। কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজের গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তাআলার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

★বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

গীবত
[ইমাম গাযালী (র)]

“কানের গীবত”

কারো গীবত শুনে চুপ থাকা এবং তা প্রতিরোধ না করা কানের গীবত। কেননা, গীবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করা যেন নিজেই গীবত করা।

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-

ترا آنکه چشم و دین داد و گوش - اگر عاقلی در خلافش مکوش

-যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَا : فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ

যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী গণ্য হবে।
-(ইবনে আবিদ্দুনইয়া (রঃ)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

কানের গীবত সম্পর্কিত ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

★ঘটনা..
মায়মূন বিন সিয়াহ নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মূন! তুমি এ হাবশী মৃতকে খাও। আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব? সে বলল, তুমি অমুকের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তার গীবত করিনি। এমনকি তার কোন বৈশিষ্ট্যই আমি উল্লেখ করিনি। সে বলল, যদিও তুমি গীবত করনি, তবে শুনেছ। আর গীবত শুনা এবং গীবত করা একই রকম।
-(তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল)

উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে-
গীবত শুরু হলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করা,
যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়া,আর গীবতকারীকে ভদ্রভাবে হুঁশিয়ার করা,
কিন্তু উক্ত স্থানে বসে বসে গীবত শোনা যাবে না।

“অন্তরের গীবত”

কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে খারাপ ধারণা করা এবং কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ অন্তরের গীবত।

অন্তরের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য
★প্রতিদিন নিজের মন যাচাই করা।
★আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।
★ভালো গুণ তৈরি করা—মাফ করা, নম্রতা, বিশ্বাস,অন্যের প্রতি সু-ধারণা করা ইত্যাদি ।

“অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত”

হাত, নাক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে দেয়া, যেমন-কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা, ঠোঁট বাঁকা করা, উদ্দেশ্য মজলিসত্যাগী লোকটি যে ভাল নয় তা মানুষকে বুঝানো, অথবা কারো প্রশংসার মাঝখানে ঘাড় হেলানো, ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস

★*ঘটনা..*

খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে (বায়হাকীর বরাতে তাফসীরে দুররুল মানছুরে)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّشِيْرَ إِلىٰ أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيه.

"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (ইমাম গাযালীর হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

"দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে,".

(সূরা হুমাযাঃ ১)

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ"

'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে জুরাইজ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'। ইমাম সুয়ূতী (র) দুররে মানছুর-এ উপরোক্ত রিওয়ায়াত নকল করেছেন। ইমাম বাগাবী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর নিম্নোক্ত অর্থ নকল করেছেনঃ যে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'লুমাযাহ'। সুলায়মান জামাল তাফসীরে জালালাইন-এর টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উল্লেখ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার সহযোগীদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয় সে হচ্ছে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় কটাক্ষ করে সে হচ্ছে লুমাযাহ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন: আমি জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন :

هٰؤُلَاءِ الْهَمَّازُوْنَ وَاللَّمَّا زُوْنَ

"এরা সেইসব লোক যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করতো
এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিতো"।

উপরোক্ত হাদীস আল্লামা মুনযিরী (র) তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে নকল করেছেন।
গীবত
[ইমাম গাযালী (র)]

“লেখার মাধ্যমে গীবত”

যেমন কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। বর্তমানে লেখনীর মাধ্যমে গীবত করার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো ফেসবুক, যার মাধ্যমে অহরহ গীবত হচ্ছে , এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখতেছে, সে আবার আরেকজনের সম্পর্কে লিখতেছে,

এভাবে গীবত ঘূর্ণায়মান চক্রের মত ঘুরতেছে।

কোন ব্যক্তি অপরের গীতবকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

"ধারণা বসত গীবত”

কাউকে নিয়ে এমন কিছু বলা বা ধারণা প্রকাশ করা, যা তার অনুপস্থিতিতে বলা হলে তা গীবতের পর্যায়ে পড়ে, যদিও সেটা কেবল ধারণার ভিত্তিতে বলা হয়। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, গীবত (পরনিন্দা) হচ্ছে এমন কিছু বলা যা কেউ শুনলে কষ্ট পায়, এমনকি যদি তা সত্য হয়।

ধারণাবশত গীবত আরও বেশি স্পর্শকাতর কারণ এতে মানুষ এমন কিছু বলছে যার সত্যতা নিশ্চিত নয়, ফলে তা(বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ) হিসেবেও গণ্য হতে পারে, যা গীবতের চেয়েও বড় গুনাহ।

উদাহরণ:

কেউ বলে, "আমার মনে হয় ও চুরি করতে পারে।"

এটা যদি সত্য না হয়, এবং আপনি প্রমাণ ছাড়া বলছেন, তবে এটি গীবত ও অপবাদের উভয়ের শামিল হতে পারে।

আবার

যদি কোন মহিলাকে বলা হয় অমুক মহিলা খারাপ চরিত্রের হতে পারে, কিন্তু

উক্ত মহিলা যদি খারাপ চরিত্র হয় তাহলে এটা গীবত হবে আর যদি সে ভালো চরিত্রের হয় তাহলে তাকে অপবাদ দেয়া হবে। যা জঘন্যতম গুনাহ।

"দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত"

যদি কেউ কোন দোষ অথবা গোনাহে জড়িত থাকে, তার এ দোষ বা গোনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো, যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ। কেননা, এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয়, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

যেমন- কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা,

অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে বহিষ্কার করবে বা সাবধান করবেন, এতে সকলের উপকার হবে।

-(মাতালেবুল মোমেনীন, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, রদ্দুল মোহতার, তানবীরুল আবসার, এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস শরহে মুসলিম লিইমাম নববী)

"গীবতের বৈধ প্রকার সমূহ"

গীবত-এর সংজ্ঞা তো আপনাদের অজানা নয়। কারো অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা করা। বাস্তবে দোষ থাকুক বা না থাকুক সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে। এটাই তো গীবত-এর সংজ্ঞা।

এই সুবাদে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে, ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। প্রতিটি জিনিসের স্বভাব বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলাম বিধান প্রণয়ন করেছে। মানুষের স্বভাব ও চাহিদার প্রতিও ইসলাম লক্ষ রেখেছে। তদনুযায়ী বিধান প্রদান করেছে। এরই নিমিত্তে ইসলাম কয়েকটি বিষয়কে গীবতের আওতামুক্ত রেখেছে। বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হবে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো গীবত নয়।

এই ধরনের নজীরসমূহ থেকে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেনঃ যে 'ন্যায় ও সত্যের' কারণে কোনো ব্যক্তির জন্য খারাপ কাজ বৈধ হয় তার অর্থ এমন সব প্রকৃত প্রয়োজন যার জন্য এরূপ করা ছাড়া উপায় থাকেনা। পুনরায় এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা

সুনির্দিষ্ট করে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে গীবত করা যেতে পারে অথবা করা উচিৎ।
আল্লামা ইবনে হাজর র. তাঁর বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে ঐসব ক্ষেত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, গীবত এমন প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথার্থ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কেবল এ পথেই অর্জিত হতে পারে। যেমন জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার প্রার্থনা, কোনো খারাবী বা অনিষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা, কোনো শরয়ী মাসআলার জন্য ফতোয়া চাওয়া, ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, কারো অনিষ্ট থেকে লোকদের সতর্ক করা এবং এর মধ্যে হাদীসের রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষীদের দোষত্রুটি বিশ্লেষণও এসে যায়, কোনো কর্মকর্তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা, বিবাহ ও দৈন্দনিন লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা, কোনো ফিকহের ছাত্রকে কোনো ফাসেক ও বিদআতী ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতে দেখে তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব লোকের গীবত করা বৈধ তারা হচ্ছে-প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করে, জুলুম-অত্যাচার ও বিদআতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি।
(ফাতহুল বারী, খ. ১০ পৃ. ৩৬২)।

ইমাম নববী র. মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্তে ও রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সৎ ও শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে কোনো দোষ নেই।
৬টি কারণে এরূপ হতে পারে। এর অধিকাংশের উপর আলেমগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে মশহুর হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করা হয়েছে।

প্রথম কারণ: জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যালেমদের দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা যাদের আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

★জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়;
আরেকটি ক্ষেত্রে ইসলাম গীবতের অনুমতি দিয়েছে। তা হল, এক ব্যক্তি তোমার উপরে জুলুম করেছে। এই জুলুমের কথা তুমি অপরকে শোনাতে পারবে। বলতে পারবে আমার সাথে এ অন্যায় করা হয়েছে, এ জুলুম করা হয়েছে। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। গুনাহও হবে না। যাকে তুমি জুলুমের কাহিনী শুনিয়েছে সে এর প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক;

শোনাতে পারবে । যথা কোন ব্যক্তি তোমার মাল চুরি করেছে। থানায় গিয়ে তুমি তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করলে তাহলে যদিও এটা তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা হয়েছে কিন্তু এটা গীবত হবে না। কারন সে তোমার ক্ষতি করেছে তারপর তুমি থানায় গিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়েছ। থানা কর্তৃপক্ষ এর বিচার করবেন। সুতরাং এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুরূপভাবে চুরির ঘটনা যদি এমন লোকের নিকট বলা হয়, যে এর প্রতিকার করতে সক্ষম নয়। যেমন চুরির খবর শুনে কিছু লোক তোমার বাড়ি চলে আসলো। তুমি জানো যে, তোমার বাড়িতে কে চুরি করেছে। তাই তুমি তাদের নিকট বলে দিলে যে, আজ রাত অমুক আমার বাড়িতে চুরি করেছে। কিংবা বললে, অমুক আমার ক্ষতি করেছে। কিংবা বললে, অমুক আমার উপর এ জুলুম করেছে। তাহলে এটা গুনাহ হবে না। যেহেতু এটা গীবত নয়।

দ্বিতীয় কারণ: ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎ কাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে- যার দ্বারা খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে তার বিরুদ্ধে-এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

তৃতীয় কারণঃ কোনো বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া। মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা যে, আমার উপর আমার বাপ, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এইভাবে জুলুম করছে।
তার জন্য এসব করা কি উচিৎ?
তার হাত থেকে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং জুলুম প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে? প্রয়োজন বশত এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়েয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হলো এভাবে বলা যে, 'কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?' কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়েয। এটা যেমন হিন্দ আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

চতুর্থ কারণঃ মুসলমানদেরকে কারো খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ দেয়া এটা কয়েকভাবে হতে পারে:

ক. হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষক্রুটি আছে, যাচাই বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয় বরং বিশেষ

অবস্থায় ওয়াজিবও। যেমন কোনো লোককে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোনো বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেনদেনের ব্যাপারে, কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা, বরং নসীহতের নিয়তে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা উচিত। যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোনো ফাসেক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগ তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশংকা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসেক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

খ. কোনো লোককে কোনো বিষয়ে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসেক বা আলস ইত্যাদি,এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোনো যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

পঞ্চম কারণ: কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদ'আতী কাজ করে।
যেমন ;প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর জুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছে থেকে অন্যায়ভাবে কর বা চাঁদা আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে তার কৃত কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়েয নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অন্য কোনো কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ কারণ: পরিচয় দেয়া :
কোনো ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোনো দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেয়া জায়েয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া

জায়েয। তবে খাট করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনোভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম।

উলামায়ে কেরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজমার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের দলীল প্রমাণ রয়েছে।
(সহীহ মুসলিম, বাব তাহরীমিল গীবাত; রিয়াদ, বাব-মা ইউবাহু মিনাল-গীবাত)।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের (ইমাম ইবনে হাজর ও ইমাম নববী র.) বর্ণনাসমূহ থেকে দুটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক, গীবতের যেসব পন্থা জায়েয অথবা অপরিহার্য বলা হয়েছে-তা জায়েয বা অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই নয় যে, তা মূলতই গীবত নয়। বরং তার কারণ হচ্ছে শরীয়তের যথার্থ ও সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, যার জন্য একটি প্রকৃতই হারাম জিনিস প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত বৈধ বা অপরিহার্য করা হয়েছে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হারাম জিনিসের বৈধতাকে ঐ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা থেকে কতিপয় সাধারণ মূলনীতি বের করে তার ভিত্তিতে এমন কতগুলো বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়া ফতোয়া দিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত সুন্নাতে বর্তমান নেই।

[গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ]
(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)
বইয়েরPDF

কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَــهْرَ بِا لسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

আল্লাহ তাআলা মন্দবিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। অবশ্য যার উপর জুলুম করা হয়েছে, তার কথা আলাদা।
[সূরা নিসা,আয়াত১৪৮]
অর্থাৎ, তার উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে সেটা সে অপরের নিকট বলতে পারবে। এটা গীবত নয়; বরং জায়েজ।

মোটকথা উল্লেখিত কয়েকটি বিষয় আল্লাহ তাআলা গীবতের আওতামুক্ত রেখেছেন। এগুলো গীবতের শামিল হবে না। এগুলো ব্যতীত আমরা যে মজলিসে বসলেই সমালোচনার ঝুলি খুলে

দেই, সে সবই গীবত। সুতরাং গীবতের মহামারি থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের উপর দয়া করুন। জবানকে হেফাজত করুন।
আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে জবান সংযত রাখার তৌফিক দিন। আমিন।

"নাজায়েয গীবতের সংজ্ঞা"

শরীআতে যে গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো: যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার পাপাচারের দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সে নির্লজ্জও নয়, তার গীবত করা এবং এর দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য, কোন দীনি ফায়দা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। নামোল্লেখ না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, যে নির্লজ্জ, যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত এবং তার দ্বারা অপরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এদের গীবত করাও বৈধ।
গীবত চূড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। গীবত হারাম, তা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে, গীবত করা বৈধ তবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।
মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ
"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে"
(সূরা হুজরাত: ১২ এর অংশবিশেষ)।

কোন একটি ব্যাপারে দুই ব্যক্তি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও সালমান ফারসী (রা)-র গীবত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের উভয়ের দাঁতে আমি গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ সারা দিন আমরা গোশত খাইনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আজ উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছ। কারণ তোমরা তাদের গীবত করেছ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক" (ইবনে আবিদ দুনয়ার সীরাতে আহমাদিয়া)।

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنْ ثَلَثِيْنَ زِنَةٍ فِي الْإِسْلَامِ
'ইসলামে গীবত তিরিশ বার যেনার চেয়েও মারাত্মক' (আইনুল ইলম)।

যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে।
এ ক্ষেত্রে গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

এক কালের বলখের বিলাসপ্রিয় সামন্তরাজ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) কিছু সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেন। তারা আহার করতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বললেন, আগেকার লোকেরা প্রথমে মুখে রুটি ভরতো, অতঃপর গোশত খেত। আর একালে আমি দেখছি তোমরা প্রথমে মুখে মানুষের গোশত ভরছো, অতঃপর রুটি খাচ্ছ (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

ইবনুল মুবারক (র)-এর নিকট এক যুবক উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এমন এক মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি যা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বলো তুমি কি গুনাহ করেছ? যুবক বললো, আমি যেনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ? যাক তুমি গীবত করোনি। কারণ গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

কাব ইবনে আহবার (রা) বলেন, আমি আগেকার নবীগণের কিতাবে গীবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পড়েছি: "গীবত এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যে ব্যক্তি বরাবার তার চর্চা করে এবং তা থেকে তওবা করে না সে সর্বপ্রথম দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত করে তওবা করেছে সে বেহেশতে যাবে কিন্তু সবশেষে" (ইমাম গাযালীর কীমিয়ায়ে সাআদাত)।
অতএব যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। উমার ফারূক (রা) বলেন, 'তুমি গীবত পরিহার করো এবং মানুষের বদনাম করো না, কারণ তা রোগবিশেষ (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে এবং এভাবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে (তারগীব তারহীব)। কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যেভাবে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে তদ্রূপ গীবত করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং নিজেকে যেন দোযখে নিক্ষেপ না করে (জালালাইন-এর টীকায়)।

ইমাম যয়নুল আবিদীন (র) বলেন, 'গীবত হলো সেইসব লোকের তরকারি যারা কুকুর' (কীমিয়ায়ে সাআদাত)। ইমাম সাহেব গীবতকারীদের কুকুরের সাথে এজন্য তুলনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে গীবতকে মৃতের গোশত খাওয়া সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর কুকুর সাধারণত মৃত জীবের গোশত খায়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'গীবত হচ্ছে পাপাচারীদের ভোজসভা' (নুযহাতুল মাজালিস)।

গীবত

[ইমাম গাযালী (র)]
বইয়েরPDF

"উত্তম কথা ব্যতীত অন্য কথা হতে জবান হেফাজত করা"

প্রতিটি দ্বীনদার ব্যক্তির জন্যই সকল বিষয়ে নিজের জিহ্বা তথা ভাষার ব্যবহারকে সংযত রাখা অত্যন্ত জরুরি। শুধু কল্যাণকর বিষয়েই তার ব্যবহার হতে পারে। এমনকি কল্যাণলাভের বিচারে যদি কথা বলা বা না-বলা উভয়ই সমান হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও নীরব থাকাই সুন্নাত। কেননা, স্বাভাবিক জায়েজ কথাবার্তাও ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে মাকরুহ ও হারামের দিকে ধাবিত করার আশঙ্কা রাখে; বরং অভ্যাসবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলের আশঙ্কাই প্রবল। আর তখন কোনো কিছুই শান্তি বয়ে আনতে পারে না।

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, তিনি রাসুল (স:) কে বলতে শুনেছেন,
নিশ্চয় বান্দা কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিমাণ চিন্তা করেনা। অথচ এ কথার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ। [বুখারী]

আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্নিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন,
ইসলামের সৌন্দর্য হলো তার অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

০১. আবু হুরাইরা (রা:) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ". ْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

(বুখারী: ৬১৩৬; মুসলিম: ৪)

ইমাম নববী (রহ) বলেন, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্য এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, কারও জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে ভালো বা কল্যাণকর কিছু নেই। অর্থাৎ স্পষ্ট কল্যাণ নিশ্চিত হলেই কথা বলবে। নতুবা কল্যাণের ব্যাপারে সন্দিহান হলেও কথা বলবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেন, 'মানুষ যখন কথা বলতে চায়, তখন তার উচিত আগে ভেবে নেওয়া। যদি স্পষ্টত কল্যাণকর হয়, বলবে; আর যদি সন্দেহ হয়, তাহলে স্পষ্ট কল্যাণ না দেখা পর্যন্ত কথা বলবে না।'

০২. আবু মুসা আশআরী (রা:) বলেন,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)কোন মুসলমান উত্তম?
তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।

০৩. সাহল বিন সাদ (রা:) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন:
مَنْ يَعْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চোয়াল আর দুই রানের মধ্যবর্তী বস্তুর (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজতের) দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব।"

(জবানের হেফাজত)
ইমাম মহিউদ্দি আন নববী(র)

"চোগলখরি"

চোগলখোরি কাকে বলে?

ইমাম আবু হামিদ আল-গাযযালী (রহঃ) বলেছেন-
"একজনের কথা অপরজনের নিকট বিকৃত করে বলাকে চোগলখোরি বলে। যেমন বলা হলো, অমুক তোমার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছে। চোগলখোরি শুধু মুখে বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বিভিন্নরূপ হতে পারে। এমন কোন কিছু প্রকাশ করে দেয়াকে চোগলখোরি বলে যার প্রকাশ হওয়া যার নিকট থেকে প্রকাশ করা হয়, সে অথবা যার কাছে প্রকাশ করা হয় সে বা তৃতীয় কেউ তা অপসন্দ করে। চোগলখোরির প্রকাশ কথায়, চিঠিপত্রে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা কাজেকর্মে ইত্যাদি নানাভাবে হতে পারে। কোন প্রকার দোষক্রুটি সম্বন্ধে হতে পারে, আবার দোষক্রুটি ছাড়া অন্য বিষয়ও হতে পারে। মূল কথা হলো- করো গোপন রহস্য যা সে প্রকাশ করতে চায় না তা প্রকাশ করে দেয়াকে চোগলখোরি বা কুৎসা রটনা বলে। অপরের দোষ-ক্রুটি ছাড়া অন্য বিষয়ও হতে পারে। অপরের দোষক্রুটি দেখা গেলে মানুষের উচিত চুপ থাকা তবে যদি দেখা যায় যে, এটা প্রকাশ করে দিলে মুসলিম জনতার উপকার হবে অথবা অপরাধ রোধ করা যাবে, তাহলে অবশ্য তা প্রকাশ করতে হবে।
(কিতাবুল কাবায়ির ২০১ পৃষ্ঠা)

★চোগলখুরি একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ:

আরেকটি গুনাহের নাম চোগলখুরি। এটি গীবত থেকেও জঘন্য গুনাহ। আরবি ভাষায় এর নাম نميمة নামীমাহ। অনুবাদ করলে এর নাম হয়, চোগলখুরি। অর্থাৎ অপরের দোষ এজন্য বর্ণনা করা যেন শ্রোতা তার ক্ষতি করে। ক্ষতি যদি হয়েই যায় তাহলে বর্ণনাকারী বেশ খুশি হয় যে, বেশ ভালো হয়েছে, তার কষ্ট হয়েছে। বর্ণনাকৃত দোষটি বাস্তবেই ওই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যাক বা না যাক; শ্রবণকারী যেন কষ্ট দেয় এটাই উদ্দেশ্য। এরই নাম নামীমাহ তথা চোগলখুরি।

★গীবতের চেয়েও বড় গুনাহ:

কোরআন ও হাদিসে চোগলখুরির অনেক নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কারণ গীবতের মধ্যে খারাপ নিয়ত থাকে না। যার দোষ চর্চা করা হয় তার অনিষ্ট সাধনের নিয়ত থাকে না। পক্ষান্তরে চোগলখোরের মাঝে খারাপ নিয়ত থাকে। যার দোষ চর্চা করা হচ্ছে তার ক্ষতিসাধনের নিয়ত থাকে। সুতরাং এটি দুটি গুনাহের সমষ্টি। একটি হলো, গীবত। দ্বিতীয়টি হল, মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়ার নিয়ত। তাই কোরআন-হাদীসে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোরবাণী এসেছে।

কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।

[সূরা ক্বলাম ,আয়াত নং ১১]

(কাফেরদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে) ওই ব্যক্তির মত চলে যে অন্যকে তিরস্কার করে, খোঁটা দেয় এবং একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগায়।

হাদীস শরীফে এসেছে। নবীজি ﷺ বলেছেন,

لَا يدْخل الْجنَّة قَتَّات

চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদাব)

★চোগলখুরি থেকে বেঁচে থাকা:

ইমাম গাজ্জালী এহয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখেছেন, কারো গোপন কথা বাদ তথ্য ফাঁস করে দেওয়াও চোগলখুরির অন্তর্ভুক্ত। যেমন কারো এমন কিছু কথা আছে অথবা এমন কোন বিষয় আছে, ভালো কিংবা মন্দ; যার প্রকাশ সে চায় না। অথচ আপনি বলে বেড়ালেন, 'অমুকের এই এই সম্পদ আছে'। তাহলে এটাও চোগলখুরি। যা সম্পূর্ণ হারাম।

অথবা কেউ কোনো পারিবারিক পরিকল্পনা করেছে। তুমি কোনোভাবে সেটা জেনে ফেলেছো। আর তা বলে বেড়াচ্ছো তাহলে এটাও চোগলখুরির শামিল হবে। অনুরূপভাবে কারো গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেওয়াও চোগলখুরির অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে এসেছে,

المجالسُ بالأمانةِ

অর্থাৎ মজলিসের কথাবার্তা আমানত।

যেমন, কেউ আপনাকে বিশ্বস্ত ভেবে মজলিসে আপনার সামনে আলোচনা করল তাহলে এটা আমানত। আপনি যদি অন্যের কাছে বলে দেন তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে এবং এটাও চোগলখুরি হবে।

(https://www.muslimbangla.com/)

"গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য"

গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, "দুই ব্যক্তির মাঝে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে অপরজনের নিকট বলাকে" চোগলখোরি বলে এবং কোন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে গেয়ে বেড়ানোকে গীবাত বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবাতও বিদ্যমান আছে। ইমাম নাববী (রহঃ) সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গীবাত ও চোগলখোরির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাকে গীবত বলা হয়, তাই চোগলখোরি। কোন কোন মনীষীর মতে অজ্ঞাত দোষ-ত্রুটি ফাঁস করে দেয়াকে চোগলখোরি বলে।

"গীবতের ক্ষতি"

গীবতের দ্বারা প্রচুর ক্ষতি হয়, পার্থিব জগতেও পরজগতেও। গীবতকারী দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গীবতের ক্ষতি নিম্নরূপ:
(এক) গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না।

১•আল্লাহর কাছে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না,
২•তার আমাল বৃদ্ধি পায় না,
৩•গীবতকারীর পাপ সমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।
৪•ভালো কাজ কবুল না হওয়া।
★আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করা হয়।
৫•কেয়ামতে দুঃখ লজ্জায় পতিত হওয়া,

দুনিয়ায় যদি কেউ কাউকে গালি দেয় আর যাকে গালি দেয়া হয় সে যদি গালিদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ দায়ের করে, তা হলে গালিদাতা কেমন দুঃখিত লজ্জিত হয়! কেননা, সে যদি আদালতে গালি দেয়ার কথা স্বীকার করে তা হলে শাস্তি পাবে। আর যদি অস্বীকার করে তা হলে অভিযোগকারী সাক্ষী উপস্থাপন করবে। ফলে তার গালি দেয়া প্রমাণ হয়ে যাবে এবং তার জীবনের উপর বিপদ নেমে আসবে। অনুরূপ কেয়ামতের দিন যখন কেউ কারো উপর দাবী করবে যে, সে আমার গীবত করেছে, আর অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহ তাআলা যখন তার নিকট দাবীকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন সে যদি স্বীকার করে তা হলে জনসম্মুখে লজ্জিত হবে। আর অস্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা তার অঙ্গসমূহকে নির্দেশ করবেন আর সেগুলোকে কথা বলার শক্তি দান করবেন এবং অভিযুক্তের প্রত্যেক অঙ্গ জনসম্মুখে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে লজ্জিত করবে। তবে হাঁ, যারা পুণ্যকর্মশীল, অথবা যাদের উপর আল্লাহ তাআলার করুণা হবে, তারা মুক্তি পাবে। তাই দরবেশ শ্রেণীর লোকেরা কেয়ামতে লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট হিসাবের জন্য দাঁড়ানোকে অত্যন্ত ভয় করতেন। (গীবত বা পিছনে নিন্দা)

মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌবী(রঃ)

৬•কেয়ামতের দিন নিজের শরীর নখ দ্বারা আঁচড়ানো।

উপরে আবু দাউদ শরীফে মেরাজের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীদেরকে দেখেছেন, তারা নখ দ্বারা নিজেদের শরীর আঁচড়াচ্ছে এবং কঠিন আযাবে আবদ্ধ রয়েছে।

৭•কবরে অত্যাধিক আজব হয় ।
৮•পরকালের হিসাব কঠিন হয়ে যায় ।
৯•মুসলমানের প্রতি জুলুম করা হয় ।
১০•গীবত শুনলে মনে ক্রোধ বা ক্ষোভ জমা হয়।
১১•মানুষের অত্যাধিক গীবত করলে মুনাফিক এ পরিণত হয়।

১২•গীবতের কারণে রোযা হয় না।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আজ কেউ আমার আদেশ ব্যতিরেকে রোযা ইফতার করবে না। সুতরাং সন্ধ্যায় সবাই আসত এবং আদেশ প্রাপ্ত হয়ে ইফতার করত। এ সময় এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ঘরে দুই যুবতী রোযাদার রয়েছে। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জা করছে

এবং রোযা ইফতার করার আদেশ প্রার্থনা করছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি দ্বিতীয় বারও নিবেদন করল, এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। সে তৃতীয় বার উক্ত যুবতীদ্বয়ের জন্য ইফতারের আদেশ প্রার্থনা করলে এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, উক্ত যুবতীদ্বয়ের রোযা হয়নি। যে সারা দিন মানুষের গোশত খায়,
মুসলমানের গীবত করে, তার রোযা কি করে হবে? তুমি গিয়ে যুবতীদ্বয়কে এখানে এসে বমি করতে বল। নির্দেশ মোতাবেক যুবতীদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আগমন করে। তারা আসলে তিনি একটি পেয়ালা আনান এবং যুবতীদ্বয়কে তাতে বমি করতে বলেন। তাদের বমি হতে রক্ত বের হল এবং তাতে পুঁজ মিশ্রিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এ যুবতীদ্বয় সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে।
-(এহইয়াউল উলূম-গীবত অধ্যায়)

১৩•গীবতকারীর নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বস্ততা চলে যায়

যে জনসম্মুখে কারো গীবত করে, তার বিশ্বস্ততা চলে যায়। যাদের সম্মুখে গীবত করা হয় তারা মনে করে, লোকটির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, সে অনির্ভরযোগ্য। সে আজ যেমন আমাদের সামনে অমুকের গীবত করেছে, তেমনি অন্যদের সামনেও আমাদেরকে মন্দ বলবে।

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।
জনৈক ব্যক্তি হযরত যাহেদ (রঃ)-এর সম্মুখে কারো গীবত করলে তিনি বললেন, ওহে! তুমি আমার সামনে কারো গীবত করে তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে মন্দ ধারণা পোষণকারী বানিয়ো না।

(গীবত বা পিছনে নিন্দা)
মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌবী(রঃ)

১৪•গীবত করলে নিজের নেকি অন্যের কাছে চলে যায়
(তিরমিজি: ১৯৩৪)
> "যাকে গীবত করা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তার নামে গীবতকারীর নেক আমল দিয়ে দেওয়া হবে।"

“গীবত যেনার চাইতে ভয়ংকর”

গীবাত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ:
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: গীবাত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। সহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! গীবাত কিভাবে ব্যভিচার থেকে গুরুতর অপরাধ হতে পারে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। কিন্তু গীবাতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি (যার গীবাত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না।
(মিশকাত হাঃ ৪৬৫৯)

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, গীবত কত গুরুতর অপরাধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

গীবত যেনার চাইতেও ভয়ংকর। মানুষ যেনাকে যেমন অন্যায় মনে করে, গীবতকেও তেমনি মনে করা উচিত।
-(ইবনে আবিদ্দুনইয়ার সূত্রে সীরাতে আহমদিয়া)

যেনার চাইতেও গীবত ভয়ংকর হওয়ার কারণ- যেনা দ্বারা শুধু রহমানুর রহীম আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে শয়তানের অনুগমন অনুসরণ করা হয়। পক্ষান্তরে গীবতে দুইটি ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে।
প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ,
দ্বিতীয়তঃ যার গীবত করা হচ্ছে তাকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহর অধিকার তো 'তওবা' দ্বারা মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার মাফ হবে না। অর্থাৎ, কারো কৃত' গোনাহের সাথে যদি বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে, যেমন- কারো গীবত করা, কাউকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। এসব অপরাধ সংঘটনের পর তওবা করলে আল্লাহ তাআলা করুণাবশতঃ নিজের অধিকার তো মাফ করে দেন, কিন্তু বান্দা মাফ করে না দেয়া পর্যন্ত বান্দার হক মাফ হবে না।

এ কারণে কিছু কিছু আলেমের অভিমত, হজ্জ দ্বারা যত সগীরা কবীরা গোনাহ সবই মাফ হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না, যতক্ষণ না ক্ষতিগ্রস্ত বান্দা স্বয়ং মাফ না করে দেবে। আর কেয়ামতে অধিকারের দাবীদাররা সবাই তাদের দাবীর জন্য আঁচল টেনে ধরবে। এ

আলোচনা থেকে জানা গেল, যেনার চাইতে গীবতের গোনাহ বেশী। কেননা, যেনাকার যাবতীয় শর্ত পালন করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করে তাকে মাফ করে দেন। পক্ষান্তরে গীবতকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে যদিও আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেবেন, কিন্তু সে ভারমুক্ত হবে না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে। যার গীবত করা হল সে মাফ না দিলে কেয়ামতের দিন গীবতকারীর পিছু নেবে, তার আঁচল টেনে ধরবে। এ সময় গীবতকারীর কোন সাহায্য সহায়তাকারী থাকরে না। তখন সে বিনয় সহকারে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তখন আল্লাহ তাঁআলা ঘোষণা করবেন-

সুরা গাফির (আল মু'মিন) (৪০:১৭)

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ١٧

প্রত্যেক ব্যক্তি যে কর্ম করেছে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে। আজ নেই কোন যুলম। আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আল্লাহর এ ঘোষণা শুনে গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী অত্যন্ত নিরাশ এবং লজ্জিত অনুতপ্ত হবে। বলবে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমরা গীবত না করতাম, কারো দোষ প্রকাশ না করতাম।

(গীবত বা পিছনে নিন্দা)
মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌবী(রঃ)

"গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার"

মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন ;কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের গীবতে লিপ্ত হয়। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শত্রুতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েও কোন ব্যক্তি অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তার সাথে তাল মিলিয়ে গীবতে লিপ্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যেও তার প্রতিপক্ষ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। যেসব কারণে মানুষ অপরের গীবত করে সেই সব কারণ নিজের মধ্য থেকে দূর করতে পারলেই অপরের দোষ চর্চার এই মারাত্মক রোগের প্রতিকার হতে পারে ।

“গীবত ত্যাগের উপকারিতা”

গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) গীবত করা যিনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করল সে যিনার চেয়েও মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করল।

২) কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-"মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়।" (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হাঃ ২২৩৩)

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৩) গীবত করা অপর মুসলিম ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবাত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

৪) গীবতের ফলে সিয়ামের (রোযার) মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ 'ইবাদাত 'নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি য্যক্তি গীবত পরিহার করল সে তার সিয়ামকে রক্ষা করল।

৫) গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। অতএব যে ব্যক্তি গীবাত ত্যাগ করল সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকল।

৬) যে ব্যক্তি নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং মানুষের গীবাত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবাত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৭)যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন অপমানিত ও লজ্জিত হবে না, কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

[গীবাত, চোগলখোরি, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!
(হাফিয মোঃ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া)

“গীবত করার কারণসমূহ”

বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। তার মধ্যে ৮টি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

(২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

(৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

(৫)অহংকার- অহংকার হচ্ছে, সত্যকে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। '
-সহিহ মুসলিম

অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি একেদম মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নাই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

আবদুল্লাহ (রাঃ)থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সরিষার দানা সমপরিমাণ অহংকারও (সামান্যতম) যার অন্তরে আছে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর সরিষার দানা সমপরিমান ঈমানও যার অন্তরে আছে সে জাহান্নামে যাবে না।

(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৯৮)

অহংকারের কারণেই ইবলিস বিতাড়িত হয়েছিলেন জান্নাত থেকে। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করতে গিয়েও অহংকারের অপরাধে কথা সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-'তুমি এ স্থান থেকে নেমে যাও; এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। তুমি অধমদের/ লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভূক্ত।'
(সুরা আরাফ : আয়াত ১৩)

হাদিসে কুদসিতে এসেছে অহংকার আল্লাহ তাআলা চাদর।

এ চাদর ধরে যারা টানাটানি করে আল্লাহ তাআলা তা সহ্য করেন না। অহংকারকারীকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত অহংকারের মতো বড় পাপ না করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন-'বড়ত্ব আমার চাদর এবং মহানত্ব আমার ইযার (লুঙ্গি)। কেউ যদি এ দুইটির কোনো একটির ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'
(মুসলিম, মিশকাত)

যেহেতু অহংকার জান্নাতের অন্তরায় জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তাই মুমিন মুসলমানের অহংকারমুক্ত থাকা জরুরি। হাদিসে এসেছে-'যার অন্তরে এক যাররা (অণু) পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসলিম, মিশকাত)

মনে রাখতে হবে অহংকারী ব্যক্তিও বড় গোনাহগার। কারণ শয়তানের প্রথম অপরাধই ছিল অহংকার। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অহংকার মুক্ত থাকার

তাওফিক দান করুন। কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণা অনুযায়ী দুনিয়া ও পরকালের সফল জীবন লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

অহংকার মানুষকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। যে কারণে আল্লাহ তাআলা অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন-‘

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’

(সুরা লোকমান : আয়াত ১৮)

(৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

★হিংসা-বিদ্বেষ থেকেই একে অপরের গীবত করে ।

মনে রাখতে হবে ,হিংসা-বিদ্বেষ একটি ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি। মানুষের হীন মনমানসিকতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, সম্পদের মোহ, পদমর্যাদার লোভ-লালসা থেকে হিংসা-বিদ্বেষের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। হিংসা-বিদ্বেষ মুমিনের সৎ কর্ম ও পুণ্যকে তার একান্ত অজান্তে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, শঠতা-কপটতা, অশান্তি, হানাহানি প্রভৃতি সামাজিক অনাচারের পথ পরিহার করে পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং ইসলামের পরিশীলিত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হবে—এটিই ধর্মের মূলকথা। তাই নবী করিম (সা.) সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, ‘তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কেননা, হিংসা মানুষের নেক আমল বা পুণ্যগুলো এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।’ **(আবু দাউদ)**

হিংসা-বিদ্বেষের কঠিন পরিণতি সম্বন্ধে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

‘প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলগুলো পেশ করা হয় এবং সব মুমিন বান্দার গুনাহখাতা মাফ করে দেওয়া হয়; কিন্তু যাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও দুশমনি আছে, তাদের ক্ষমা করা হয় না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: তাদের ছেড়ে দাও, যেন তারা ফিরে আসে অর্থাৎ মিলে যায়।’ **(মুসলিম)**

(৭) হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

(৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরও যে ৩টি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

(১) কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নাম উল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

(২) কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

(৩) আল্লাহ্ ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন ;কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমানের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।
গীবত
[ইমাম গাযালী (র)]

“গীবতের কাফফারা”

গীবতের জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়া। অতঃপর যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। এতে যদি ফিতনার সম্ভাবনা থাকে বা উক্ত ব্যাক্তি মারা গিয়ে থাকেন কিংবা দূর এলাকায় চলে যাওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়,তাহলে তার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করা।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত রাসুল (সা) বলেছেন, “গীবতের কাফফারা হল এই যে, তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য মাগফিরাতের দু’আ করবে। তুমি দু’আ এভাবে করবে যে, হে আল্লহ তুমি আমার এবং তার গুনাহ মাফ করে দাও।”
(বায়হাকী)

এক হাদীসে এসেছে। হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ। যদি ঘটনাচক্রে কারো গীবত হয়েই যায় তাহলে তার কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করা, ইস্তেগফার করা। যেমন কেউ আজীবন গীবত করেছিল। এখন তার হুঁশ হলো। ভাবল, আমি তো আজীবন এগুনাহ করে এসেছি। কার কার গীবত করেছি তাও পুরোপুরি জানা নেই। কোথায় তাদেরকে খুঁজে বেড়াবো, তবে ভবিষ্যতে আর গীবত করবো না। এখন উপায়? উপায় একটাই। যাদের গীবত করা হয়েছে তাদের জন্য দোয়া করতে থাকা, ইস্তেগফার অব্যাহত রাখা। এভাবে হয়তো গুনাহটি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
(মিশকাত, কিতাবুল আদাব ৪৮৭৭)

যদি গীবতের মামলা দুনিয়াতে মিটে না যায়, তাহলে পরকালে তার হিসাব কঠিন হয়ে যাবে,যা কনো সাধারণ বিষয় দিয়ে সমাধান করার উপায় থাকবে না,
হয় আমল দিতে হবে ,না হয় তার বদ-আমল নিজের ঘাড়ে নিয়ে জাহান্নামের ভিতর প্রবেশ করতে হবে,
যার গীবত করা হয় সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যে গীবত করে সেই আসল ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়,
সুতরাং গীবতের হিসাব দুনিয়াতে মিটিয়ে ফেলা উচিত।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এই জঘন্যতম গোনাহ থেকে হেফাজত করুন , আমীন

“মনে মনে গীবত করাও হারাম”

মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, ঠিক তেমনি মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন:
(সূরা হুজরাতের ১২ং আয়াত)

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَا سِقٌ   بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।
গীবত
[ইমাম গাযালী (রহ)]
বইয়েরPDF

“গীবতের পরিণাম”

গীবত ইসলামী শরী'আতে হারাম ও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

[وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١

"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়।” [সূরা আল-হুমাযাহ, আয়াত: ১]

কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে তা প্রতিরোধ করবে সাধ্যমতো। আর যদি প্রতিরোধের শক্তি না থাকে তবে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনা নিজে গীবত করার মতোই অপরাধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
لُحُوْمَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

"মি'রাজের সময় আমাকে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা নিজ ভাইদের গীবত করত ও ইজ্জতহানি করত।”

সুতরাং এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, গীবত একটি জঘন্য পাপাচার। যার স্থান হবে জাহান্নাম,
এ থেকে সবাইকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে।

“গীবতের ভয়াবহতা”

গীবত হল “আমল খেকো” বদ আমল। যা কিছু ভালো আমল বান্দার ঝুলিতে থাকে গীবতের পোকা সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। একদম নি:স্ব করে ফেলে। সালাত খেয়ে ফেলে, সিয়াম খেয়ে ফেলে, হজ্ব খেয়ে ফেলে। বান্দার সকল আমল খেয়ে ফেলে। এমনকি বান্দার গীবত তাকে কবরেও ছাড় দেয় না। অবশেষে আস্তাকুঁড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়। গীবত একটি কবিরা গুনাহ। মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করবে? তোমরাতো এটাকে ঘৃণাই করে থাকো।” (সূরা হুজুরাত আয়াত ১২)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন , “একদা আমরা নবী করিম সা. এর নিকটে ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর। লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করেছ অর্থাৎ গীবত করেছ।”
(ত্বাবারানী, ইবনে আবী শায়বা ৪২৮)

মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সা. এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, যাদের নখগুলি পিতলের তৈরি, তারা তা দিয়ে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিড়ছিল। রাসুল সা. জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন,“ এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত- আবরু বিনষ্ট করত,” (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

গীবত করা ও শোনা দুটোই গুনাহের কাজ। কেউ কারো গীবত করলে তাঁর ভালোর জন্যই তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিৎ। মন্দ কথার প্রচার ও প্রসারে কোন ফায়দা নেই। ইবনুল মুবারক রহ. এর মজলিশে এক লোক ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গীবত করা শুরু করলেন। ইবনুল মুবারক রহ. তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আবু হানিফা রহ. এর গীবত করছো? অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকটে তার শান ও মর্যাদা ছিল অনেকগুন বেশী।(আবু দুররুল মুখতার)
এক লোক হাসান বসরী রহ এর কাছে এসে বলল,“একজন আপনার গীবত করেছে,” তখন তিনি সেই গীবতকারীর জন্য থালা ভর্তি মিষ্টি খেজুর নিয়ে গিয়ে বললেন, শুনলাম আপনি আপনার ভালো আমলগুলি আমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন। এই নিন,আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছি, ঋণ পরিশোধে কোথাও কোন ঘাটতি হলে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন।”(তাম্বীহুল গাফেলীন)

মহান আল্লাহ বলেন,“ দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে ও পিছনে পরনিন্দা করে বেড়ায়”(সূরা হুমাজাহ, আয়াত(১)
(Daily Inqilab)

গিবত করা হারাম এবং কবিরা গোনাহ। গিবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক দুটোই নষ্ট করা হয়। মানবজীবনে পরনিন্দা ও পরচর্চায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, বিদ্বেষ জন্মে ও সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়। তাই গিবত পরিত্যাগ করা অত্যন্ত জরুরি

গীবতের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যেই বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে হাদীসে রাসূল সা. ইরশাদ করেন- الغيبة أشد من الزناء “গীবত করা যিনা থেকেও মারাত্মক।” [মেশকাত, বায়হাকি]

অতএব বুঝা গেল যিনা করলে যে গুনাহ হয় এর চাইতে বেশি গুনাহ হয় গীবত করলে। অপর হাদীসে রাসুলে কারীম (ছাঃ) ইরশাদ করেন
اَلرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأَرْبَا الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِيْ عِرْضِ أَخِيْهِ-
‘সূদের (পাপের) ৭২টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হ’ল কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটান তুল্য পাপ’।
(তাবারাণী; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৭১)

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘তোমরা গিবত-পরনিন্দা থেকে সাবধান থেকো, কেননা গিবত অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ।’ অর্থাৎ ব্যভিচার করে খাঁটিভাবে তওবা করলে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিতে পারেন; কিন্তু গিবতের দ্বারা অর্জিত গোনাহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তথা যার গিবত করা হয়েছে, সে ব্যতীত ক্ষমার শরিয়তে কোনো মাধ্যম নেই। গিবতকারীর তওবা ও অনুশোচনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। তাই বলা হয়েছে, গিবত ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

“গীবতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার উপায়”

ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি গীবত শোনে সেও গিবতের পাপের অংশীদার হয়ে যায়। তাই যেই আসরে গিবত হয়, সেই আসর বর্জন করা জরুরি। হাদিস শরিফে আছে, যখন কেউ আপনার সঙ্গে বসে অন্যের গিবত করে তখন তাকে থামতে বলুন, আল্লাহর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করুন। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তবে সেখান থেকে সরে আসুন। কোনোভাবেই গিবত শোনা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।’ (সুরা মায়িদাহ: ২)

মনে রাখতে হবে, গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। ইরশাদ হয়েছে ‘তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পর গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে পছন্দ করো? অবশ্যই তোমরা তা পছন্দ করবে না।’ (সুরা হুজরাত: ১২)

প্রিয়নবী (স.) ইরশাদ করেন, ‘যখন আমাকে মেরাজে নেওয়া হলো, সেসময় এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, যা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, এরা কারা? (হে জিবরাইল!) তিনি বললেন, এরা ওইসব লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত অর্থাৎ গিবত করত ও তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়াত।’ (রিয়াজুস সালেহিন: ১৫৩৪)

গিবতকারীর কিছু করণীয় নিচে তুলে ধরা হলো যেগুলোর কারণে গিবতের ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

১. তাওবা-ইস্তেগফার করা:

কারো গিবত করে ফেললে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করা। গুনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে ভর্ৎসনার মাধ্যমে ইস্তেগফার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যেন এমন গুনাহ না হয় সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এটি হলো গিবতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।’ (সুরা বাকারা: ১৬০)

২. যদি সম্ভব হয় ক্ষমা চেয়ে নেওয়া:

যার গিবত করেছেন যদি তার কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে তার কাছে গিয়ে তার হক নষ্ট করার কারণে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তবে যদি এতে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিংবা আরও বেশি ভুল বুঝার আশঙ্কা থাকে তাহলে অনেক আলেমের মতে মাফ চাইতে না যাওয়াই উত্তম। কিন্তু যেকোনো উপায়ে মাফ চেয়ে নেওয়াই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। কেননা গিবত করার মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক নষ্ট করার কারণে কেয়ামতের ময়দানে আটকা পড়তে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করেছে সে যেন আজই মাফ চেয়ে নেয়, তার ভাইয়ের জন্য তার কাছ থেকে নেকি কর্তন করে নেওয়ার আগে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোনো দিনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকি না থাকে তবে তার (মজলুম) ভাইয়ের গুনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।' **(বুখারি: ৬৫৩৪)**

৩. ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা:

হাদিসে এসেছে, কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য অগোচরে দোয়া করে তাহলে তার জন্য ফেরেশতারাও দোয়া করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তার পশ্চাতে দোয়া করে, তখন তার (মাথার কাছে নিযুক্ত) একজন ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বলে, তোমার জন্যও এমনই হোক'।

(সহিহ মুসলিম: ২৭৩২)

সুতরাং যার গিবত করেছেন তার জন্য যদি দোয়া করেন আল্লাহর ফেরেশতারা আপনার গুনাহ মাফের জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। তাছাড়া এমন দোয়াকে গিবতের কাফফারা বলা হয়েছে হাদিসে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, গিবতের কাফফারা হলো তুমি যার গিবত করেছ, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।' (বায়হাকি)। যদিও হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন আলেমরা, তবুও এই হাদিসের ওপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক নয়।

৪. মজলিস শেষে বিশেষ দোয়া পাঠ :

যেই মজলিসে গিবত করা হয়েছে সেই মজলিস থেকে উঠার সময় বিশেষ দোয়া পাঠ করা। এতে করে হাদিস অনুযায়ী, মজলিসের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। দোয়াটি হলো—

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।' অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।' (তিরমিজি: ৩৪৩৩)

(হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা ব্যক্ত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হচ্ছি।)

সুতরাং দোয়াটি পাঠ করার মাধ্যমে মজলিসের গুনাহ থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

৫. মজলিসে ওই ব্যক্তির প্রশংসা করা

মজলিসে যে ব্যক্তির গিবত করা হয়েছে তার কোনো প্রশংসা করা হলে সেটি গিবতের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কারণ হতে পারে। তাই ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম নববি (রহ)-এর মতো প্রসিদ্ধ আলেমদের পরামর্শ হলো—যেই মজলিসে গিবত করা হয়েছে ওই মজলিসেই একই ব্যক্তির গুণকীর্তন করা উচিত, যাতে গিবতের গুনাহের অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

পবিত্র কোরআনে এসেছে,

اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡهِبۡنَ السَّیِّاٰتِ ؕ

'নিশ্চয়ই ভালো কাজ খারাপ কাজের ক্ষতিপূরণ হয়' (সুরা হুদ: ১১৪)।

কাজেই কারো গিবত হয়ে থাকলে তার গুণগুলোর উল্লেখ করাও উত্তম।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কারো গিবত করে ফেললে উল্লেখিত আমলগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

[https://dhakamail.com/]

ইহকালীন শাস্তি, পরকালীন শাস্তি ও উভয় শাস্তি

★"গীবতের গুনাহ যেমন বড় তেমনি এর পরিণতিও খুবই ভয়াবহ। এটা বুঝানোর জন্য রাসূল সা. গীবতকারীদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

১। ইহকালীন শাস্তিঃ-

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ" . ِ

হযরত আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হে সেসব লোক যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু

ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করবে না ও দোষক্রটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষক্রটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষক্রটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষক্রটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন। **সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৮০।**

২। পরকালীন শাস্তিঃ-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَس.

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন মি'রাজের রাতে আমি এমন এক কওমের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আচড় মারছে। আমি বললাম, হে জিবরীল ! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো অর্থাৎ, মানুষের গীবত করত এবং মানুষের ইজ্জতের উপর হামলা করত।" এবং তাদের মানসম্মানে আঘাত হানতো।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৭৮)

৩। উভয় শাস্তিঃ-

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .

হযরত আল-মুসতাওরিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গীবত করতে করতে এক লোকমা ভক্ষন করবে আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ ভক্ষন করাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষক্রটি বর্ণনা করতে করতে পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহন্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা) রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌছবে, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে ঐ খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দিবেন।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৮১)

আর গীবতের ক্ষতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর সওয়াব চলে যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই লোক হবে, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করেছে।

[বুখারি, মুসলিম]

"কিয়ামতের গীবতকারীর সাথে যে ব্যাবহার করা হবে"

1.গীবতকারী ব্যক্তির নেক আমল ভুক্তভোগীকে দিয়ে দেওয়া হবে। নেক আমল না থাকলে ভুক্তভোগীর গোনাহ গীবতকারীর উপর চাপানো হবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮১ (মুফলিস হাদীস)]

2.গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো জঘন্য পাপ।

[আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত (৪৯:১২)]

আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলেন- (একদা) আমরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাকে বললেন,তোমার দাঁত খিলাল কর। লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ অর্থাৎ 'গীবত' করেছ।

3. গীবতকারী কিয়ামতের দিন নিজ মুখ ও বুক ছিঁড়ে খাবে, তামার নখ দিয়ে।

(আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৭৮; মুসনাদ আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন- 'মিরাজ কালে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলি পিতলের তৈরি, তারা তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিঁড়ছিল। আমি জিজ্ঞাস করলাম, এরা কারা হে জিবরীল? তিনি বললেন এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট করত।'

4. গীবতের শাস্তি ব্যভিচারের চেয়েও ভয়াবহ।

(সহীহুল জামে, হাদীস: ৩৯২০)

5. গীবত হলো ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দনীয় কথা বলা।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮৯)

★গীবতকারীকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে।
নবীজি ﷺ অন্যত্র বলেছেন, গীবতের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেককার হবে। নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, অন্যান্য ইবাদতও করবে। কিন্তু পুলসিরাত পার হওয়ার সময় তারা বাধাগ্রস্থ হবে।

পুলসিরাতের কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলের নাম পুলসিরাত। আখেরাতে সকলকেই ওই পুল পাড়ি দিতে হবে। জান্নাতি হলে পুলসিরাত সহজেই জয় করে নিবে। আর জাহান্নামী হলে তাকে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। গীবতকারীও এরূপ পরিস্থিতির শিকার হবে। তাদেরকে পুলসিরাত পাড়ি দেয়া থেকে বাধা প্রদান করা হবে। বলা হবে, তোমরা পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে না। পাড়ি দিতে হলে গীবতের কাফফারা আদায় করে যাও। তারপর পাড়ি দাও। গীবতের কাফফারা মানে যাদের গীবত করা হয়েছে, তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। তারা ক্ষমা করলে পুলসিরাত পার হতে পারবে, অন্যথায় নয়।
[https://www.muslimbangla.com/]

“মিথ্যা অপবাদের পরিণতি”

অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তার দোষের আলোচনা করাই গীবত,আর উক্ত দোষ যদি তার ভিতরে না থাকে তাহলে ঐইটা হবে মিথ্যা অপবাদ,যা জঘন্যতম পাপ

মিথ্যা অপবাদের কারণে উম্মুল মুমিনীন জননী আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং রাসূল(ﷺ) ও উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কি চরম পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এরূপ গুঞ্জনের কারণে মদীনার আকাশ-বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। বাণী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর স্ত্রীদের মধ্য হতে সাথে ছিলেন মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)। পথিমধ্যে তাঁর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর প্রতি যেনার যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল সে কারণে রাসূল(ﷺ)এ ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। এমনকি মধুর সম্পর্ক আস্তে আস্তে কমিয়ে দিতে থাকেন। অথচ মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) তখনও এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পরে যখন তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদের কথা উম্মে মিসতাহর নিকট হতে অবহিত হলেন, তখন

তিনিও পাগল প্রায় হয়ে পড়লেন। বাঘের গলায় হাড় বিধলে যেমন অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে, তিনিও তেমনিভাবে নিজেকে পূত-পবিত্র প্রমাণিত করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। অশ্রু জলে পবিত্র বুক ভিজতে থাকে এবং দুঃখে ও শোকে একাধিক রাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাতে থাকেন। একদা রাসূল (ﷺ)তাঁর নিকট এসে বলেন, হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে এরূপ শুনছি। অতএব তুমি যদি এ বিষয়ে সত্যই নির্দোষ হয়ে থাকো তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি অপরাধী হয়েই থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা আল্লাহই একমাত্র তাওবা কবুলকারী। একথা শুনে মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল(ﷺ)আমি অল্প বয়সী মেয়ে, কুরআন মাজীদও বেশী পড়তে পারি না। আল্লাহর কসম! আমি জানতে পারলাম যে, আপনারা এ বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছেন যা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। অতএব আমি যদি বলি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদেরকে বলি যে, যা শুনছেন তা সত্য, তাহলে মহান আল্লাহ্ জানেন আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতঃপর একমাস পর মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতার সমর্থনে দশটি আয়াত নাযিল করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।' ফলে মদীনার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে উঠল এবং সেই কপোট মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচিত হল। এই অপবাদের ঘটনা সহীহ আল-বুখারীসহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

উক্ত অপবাদের কারণে মিসতাহ্ বিন আছাছাহ্, হাসসান বিন ছাবেত ও হামনাহ্ বিনতে জাহাশকে দণ্ডায়িত করা হয়েছিল, প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। যদিও এই মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর মূল হোতা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল, তবুও তার উপর দণ্ডারোপ করা হয়নি।' কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, দুনিয়াতে শাস্তির বিধান কায়েম করলে হয়ত পরকালীন শাস্তি হালকা হয়ে আসতে পারে। আর মহান আল্লাহ তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

একজন কপট মিথ্যুক মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে পরিবেশ কলুষিত করতে পারে, অপরদিকে একজন মুমিন চব্বিশ ঘণ্টাতেও সত্য দ্বারা পরিবেশ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয় না।

[১. সূরা নূর, আয়াত ১১-২০।

২. সহীহ আল-বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী', 'হাদীছুল ইফক' অনুচ্ছেদ।]

“অপবাদের শাস্তি ভয়ংকর”

কারও বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া মারাত্মক গুনাহের কাজ। অপবাদকে বলা হয় মিথ্যার সর্বোচ্চ পর্যায়। যে দোষ কারও ভেতর নেই, এমন দোষ তার জন্য সাব্যস্ত করাকে অপবাদ বলা হয়। কিছু অপবাদ কুফরির অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে অপবাদ। এমনকি মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে যারা অপবাদ দেয়, তাদের ব্যাপারেও কঠিন হুঁশিয়ারি রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রবান সরলমনা মুমিন নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখেরাতে) আছে মহা শাস্তি।’
(সুরা নুর: ২৩)

অপবাদকে অনেকে ছোট গুনাহ মনে করে থাকেন। তাদের ধারণা- কারও বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা কথা বললাম- এ আর এমন কী! কিন্তু এ সম্পর্কে
মহান আল্লাহ তাআলা কী বলছেন সেটা চিন্তা করা উচিত। ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করছ; অথচ তা আল্লাহর কাছে খুবই গুরুতর অপরাধ।’ **(সুরা নুর: ১৫)**

[https://dhakamail.com/]

“মিথ্যুকের ভয়াবহ পরিণতি”

কোন কপট মিথ্যুক যদি ক্বিয়ামত দিবসে মিথ্যার ভয়াবহ শাস্তির কথা চিন্তা করত, তাহলে এ চিন্তাই তাকে এ ধরনের জঘন্য চরিত্র থেকে বিরত রাখত।

সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)থেকে বর্ণিত, দীর্ঘ হাদীছে নবী কারীম(ﷺ) মিথ্যুকের চরম ভয়াবহ শাস্তির কথা আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমরা চলতে থাকলাম অতঃপর চিত হয়ে (মাথার পিছন ভরে) পড়ে আছে এমন এক লোকের নিকট উপস্থিত হলাম। আর অপর একজন তার পার্শ্বেই লোহার হুঁক বা আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই বড়শি কশে (ওষ্ঠাধরে) অর্থাৎ ঠোঁটের কোণে বাধিয়ে মাথার পিছন দিকে টেনে নিয়ে আসছে। ঠিক অনুরূপভাবে নাকের ছিদ্রে ও চোখে আঁকড়া বাধিয়ে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে আসছে। অতঃপর কাত করে ফেলে প্রথম পার্শ্বের মতই দ্বিতীয় পার্শ্বেও করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় কশের কাজ শেষ হতে হতেই প্রথম কশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং প্রথম কশের ন্যায় আযাব দিচ্ছে। (এভাবে এক পার্শ্বের পর অপর পার্শ্বে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে) হাদীসের

শেষাংশে এসেছে। যার কশে এবং নাকের ছিদ্রে ও চোখে লোহার হুঁক বাধিয়ে মাথার পিছনের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছিল সে এমন ব্যক্তি যে সকালে বাড়ি হতে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলত। ফলে সেই মিথ্যা মহাশূন্য পর্যন্ত পৌছে যেত।' অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে যায়।
[সহীহ বুখারী (হাদীস নং ১৩৮৬ ও ৭০৪৭ সহ অন্যান্য সনদে) বর্ণিত]

ভেবে দেখুন হে জ্ঞানী সমাজ! এমন কঠিন আযাবের কথা। এ শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারে কি?
অতএব সাবধান হে মুসলিম সমাজ! বর্জন করুন মিথ্যা কথা ও ঘৃণিত আচরণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর অসন্তোষ ও কঠিন আযাব হতে রক্ষা করুন।'
[১. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৩৩২।]

গীবত
[ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়
(মোহাম্মদ আব্দুল হাই বিন শামসুল হক)]

“মুসলমানের গীবতের বাধা দান এবং তার সাহায্য করার ফজিলত”

গীবত বন্ধ করার ফজিলত: বিস্তারিত হাদীস ও ব্যাখ্যা

নিজে গীবতের মত জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকলে যেমন আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করা যায়, তেমনিভাবে সমাজেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়া যায়। কোন গীবতকারীকে বাধা দিলেও আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য-সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

১. সম্মান রক্ষা করলে আগুন থেকে রক্ষা,
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
" من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة".
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে (তার পেছনে বদনাম রোধ করে), আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তার মুখকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।”
[সুনান তিরমিজি: হাদীস ১৯৩১, সহীহ হাদীস]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন: এটি শুধু মুখে প্রতিবাদ নয়, বরং অন্তরে ঘৃণা, মুখে প্রতিবাদ এবং প্রয়োজন হলে স্থান ত্যাগ করাও অন্তর্ভুক্ত।

২. গীবত বন্ধ করা অন্যায় প্রতিরোধের অংশ,
রাসূল (সা.) বলেন:
"যে ব্যক্তি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, সে তার শরিক হয়ে যায়।"
[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৫২৭৩]

এখানে গীবত শোনা এবং চুপ থাকা গুনাহে সহযোগিতার শামিল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৩. গীবতকারীর আমল নষ্ট হয়ে যায়
হাদীস:
“কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি আসবে অনেক নেক আমল নিয়ে, কিন্তু সে গীবত করেছে, পরনিন্দা করেছে... আল্লাহ তার নেক আমল থেকে কেটে গীবতের শিকার ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন।”
[সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৮১] (সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায়)

৪. গীবতের শিকার ব্যক্তির সম্মান রক্ষা হয়,
রাসূল (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন আগুন থেকে তার মুখ রক্ষা করবেন।"
(তিরমিজি: ১৯৩১)

৫.রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুসরণ,

তিনি কখনও কারো গীবতকে প্রশ্রয় দিতেন না। আমরা যদি তাঁর পথ অনুসরণ করি, তবে গীবত রোধ করাও তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

৬. সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে,
যেখানে গীবত বন্ধ করা হয়, সেখানে অন্যায় ও হিংসার প্রসার কমে, ভালোবাসা ও ঐক্য গড়ে ওঠে।

৭. ফেরেশতারা গীবত বন্ধকারীর জন্য দোয়া করেন,
যখন কেউ অন্য কারো সম্মান রক্ষা করে, ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করেন।
৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়,

যে ব্যক্তি কারো গীবত শুনে চুপ না থেকে তা বন্ধ করে দেয় বা প্রতিবাদ করে—আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হন। কারণ এতে সমাজের অন্যায়কে ঠেকানো হয়।

৯. গীবতের পাপ থেকে বাঁচা যায়,
শুধু গীবত করা নয়, গীবত শোনা ও তাতে সায় দেওয়াও গুনাহ। গীবত বন্ধ করে দিলে মানুষ গীবতের পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।
উপকারিতা: গীবত বন্ধ করলে একজনকে অপমানিত হওয়া এবং তার হক হরণ থেকে রক্ষা করা যায়।

উলামা ও সালাফে সালেহীনের মতামত
ইমাম গাযালী (রহ.)
ইয়াহইয়া বিন মুয়ায বলেন:

"গীবত শোনা মানে হলো গীবতের দস্তরখানায় বসে খাওয়া।"
[ইহইয়াউ উলূমিদ্দী

ব্যাখ্যা: গীবত না করা যেমন জরুরি, তেমনি গীবতের পরিবেশে না থাকা আরও জরুরি।

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রহ.)
তিনি বলেন"যে ব্যক্তি গীবতের সময় বলে, 'আল্লাহকে ভয় করো', সে হাজার গীবতকারীর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।"
(কিতাব আস্-সম্‌ত ওয়াল্ হিল্‌ম)

আসমা বিনতি ইয়াযীদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশত খাওয়া হতে অন্যকে প্রতিহত করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর এই দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দেন।
(বায়হাকী, মিশকাত হাঃ ৪৭৬৪)

সুবহানাল্লাহ্! সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে উৎসাহিত করার জন্যই আদর্শ সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ(ﷺ)এ ধরনের লোভনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে কঠিন কথাও বলেছেন, মা আয়েশা

(রাযিআল্লাহু আনহা) যখন ছাফিয়্যাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর ব্যাপারে রাসূল-ﷺএর নিকট একটু খাটো বলে মন্তব্য করেছিলেন তখন রাসূল(ﷺ)বলেছিলেন,
তুমি এমন মারাত্মক কথা বলেছ, যা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলে সমুদ্র বরাবর হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, 'আদব' অধ্যায়, 'গীবত' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৩২)

অতএব যে ব্যক্তি এই লোভনীয় বিষয়টি লুফে নিতে পারবে এবং কঠিন হুঁশিয়ারী থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, সেই তো দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে এবং সুন্দর সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে।

“গীবত থেকে বাঁচার উপায়”

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন, গীবত থেকে বেঁচে থাকার সহজ পদ্ধতি আছে। তা হল, অপরের আলোচনাই করবে না। ভালো কিংবা মন্দ সব আলোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। কারণ শয়তান খুব ধূর্ত। যখন কারো প্রশংসা শুরু করবে এবং তার গুণ ও উত্তম অভ্যাসগুলো আলোচনা করবে তখন শয়তান তোমার বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। কোন ফাঁকে তোমার মগজে ঢুকিয়ে দিবে যে, আমিতো শুধু প্রশংসাই করে যাচ্ছি। তার ওই দোষও তো আছে; ওটা বলি না কেন? তখন তোমার কথার ধরন পাল্টে যাবে। বলবে, অমুক ভালো তবে এই দোষটি তার মধ্যে আছে। এভাবে ‘তবে’ শব্দটিই তোমার সব শেষ করে দিবে। পুরো আলোচনাটা গীবতে পরিণত করে দিবে। তাই হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, যথাসম্ভব অপরের আলোচনা থেকে বিরত থাকবে। ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, একান্ত যদি করতে হয় তাহলে ভালো আলোচনাই করার জন্য কোমর বেঁধে বসবে। সতর্ক থাকবে শয়তান যেন ভুল পথে নিয়ে না যায়।

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। এ নিবন্ধে আমরা গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

★★ গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া :

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রথম এর ভয়াহতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী।কারণ কোন কিছুর ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সেই ক্ষতিকারক বিষয় থেকে সতর্ক থাকা যায় না। সুতরাং গীবত যে ভয়াবহ পাপ সেটা যদি কেউ না জানে এবং গীবতের স্বরূপ তার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে তার মাধ্যমে গীবতের পাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু সে যদি জানে গীবত সাধারণ কোন কাবীরা গুনাহ নয়, এটা যেনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতির চেয়েও মারাত্মক। এই পরনিন্দা ঋণের মতো, যা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। যার দোষ-চর্চা করা হয়, ক্বিয়ামতের দিন তাকে নিজের কষ্টার্জিত আমলের নেকী ও ছওয়াব বাধ্য হয়ে দিতে হবে। আর যদি নিজের নেকী না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির পাপের বোঝা গীবতকারীর উপরে চাঁপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এসব বিষয় কেউ অবহিত হ'লে তার জন্য গীবত পরিহার করা অনেকটা সহজ হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاء' ،ٌ

তোমরা আল্লাহর যিক্রে নিমগ্ন থাক, কেননা এটা (অন্তরের) প্রতিষেধক। আর অবশ্যই মানুষের দোষ চর্চা করা থেকে সাবধান থাকবে, কেননা এটা একটা রোগ'।গীবত থেকে সবাইকে বাঁচতে হবে। কেননা তা কর্মফল নষ্টকারী।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন

فر من المغتاب فرارك من الأسد,

'তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ণ কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও

(১) সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা।

(২) হিংসা বিদ্বেষ ও অহংকার কঠোরভাবে পরিহার করে চলা;

(৩) শুনা বা লিখিত কোন খবর যাঁচাই বাছাই না করে বিশ্বাস করা।

(৪) নিজেকে সবচেয়ে নগণ্য ভাবা এবং অপরকে খাটো না করা;

(৫) হাসি-ঠাট্টায়ও পরনিন্দামূলক কথা না বলা।

(৬) কারো কোন ভুল-ত্রুটি হলে সাহস করে দ্রুত তাকে জানানো অথবা তাকে সংশোধন করা।

(৭) বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট না করা।

(৮) সময় সুযোগ পেলেই আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকা।

(৯) কুরআন-হাদীস ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করা।

(১০) আত্মপ্রশংসার আশা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবাহ্ করা ইত্যাদি।
(১১) বিনা প্রয়োজনে চায়ের দোকানে টাইম পার না করা।
(১২)ফোনে প্রয়োজন ছাড়া বেশি কথা না বলা।
(১৩) অহেতুক ফেসবুক স্ক্রলিং না করা, কাজ শেষ হ্ওয়ার সাথে সাথেই অফ করে দেওয়া, সব থেকে ভালো হয় ফেসবুক না চালানো।

১৪)কল্যাণকর কথা বলা নতুবা চুপ থাকা :

অধিকাংশ গীবত কথা-বার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া মুখটাকে বন্ধ রাখতে পারলে নানা পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ‘

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে’ ।অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে চুপ থাকাও ইবাদতে পরিণতি হ’তে পারে।
এক ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বললেন, ‘আমাকে নছীহত করুন। তিনি বললেন, ‘কোন কথা বলবে না’। লোকটি বলল, সমাজে বসবাস করে কেউ কি কথা না বলে থাকতে পারে?
উত্তরে তিন বলেন,

فَإِنْ تَكَلَّمْتَ، فَتَكَلَّمْ بِحَقٍّ أَوِ اسْكُتْ،

‘যদি কথা বলতেই হয়, তবে সঠিক কথা বল অথবা চুপ থাক’।

১৫)আল্লাহর যিকরে জিহবাকে সিক্ত রাখা :

যিকর বান্দাকে গীবতের পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখে। আল্লাহর স্মরণে সিক্ত জিহবা সর্বদা কল্যাণকর কাজেই ব্যস্ত থাকে। ফলে নানাবিধ পাপের পঙ্কিলতা থেকে ব্যক্তি সুরক্ষিত থাকে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত কথাবার্তা থেকে জিহবাকে মুক্ত রাখা যায়। মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হ’ল সে চুপ থাকতে পারে না। কোন না কোন কথা তাকে বলতেই হয়। সেজন্য আল্লাহর যিকরে জবানকে ব্যস্ত রাখা ,শরী‘আতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা না হ’লে জিহবা হারাম ও রবের অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত হবেই। আল্লাহর যিকর ছাড়া এর থেকে বেঁচে থাকার বিকল্প কোন পথ নেই।

১৬)গীবত করার সময় নেকী নষ্ট হওয়ার কথা মনে করা :

কারো দোষ বর্ণনা করার আগে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে যে, আমি যে লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি, তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এই ঋণ নিজের কষ্টার্জিত ছওয়াব প্রদান অথবা তার পাপগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিশোধ করতে হবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যখন পাগলপরা হয়ে একটা নেকীর জন্য ছোটাছুটি করবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নেকী দিয়ে গীবতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের ছওয়াবের ঝুলি থেকে একটা নেকী অপরকে দিয়ে দেওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ভয়বাহ সেই দৃশ্যটা হৃদয়ের আয়নায় মেলে ধরতে পারলে, গীবত করার আগে মানুষ বারবার ভাবতে বাধ্য হবে।

১৭) গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা :
এমন মজলিসে না থাকাটাই ভালো বা থাকলেও সেখান থেকে উঠে যাওয়া উচিত,যেখানে প্রতিনিয়ত গীবত চর্চা করা হয় সেখানে বসে বসে অন্যের গীবত শোনাও গীবত করার মতন সমান গোনাহ।

১৮)গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা অবগত হওয়া :
নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তারা গীবত থেকে কিভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কি পদক্ষেপ নিতেন, সেগুলো অবহিত হ’লে গীবত থেকে বাঁচা যাবে।

১৯) বেশি বেশি দোয়া করা।
২০) খালেছ অন্তরে তাওবা করা:
গীবতের মত মহা পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই তাওবা করতে হবে। কৃত অন্যায়ের জন্য যেমন তাওবা করতে হয়। তেমনিভাবে ভাল আমল বেশী বেশী করতে না পারার কারণেও তাওবা করা দরকার। আর শুধু মুখে তাওবা-আস্তাগফিরুল্লাহ্ বললেই পরিপূর্ণ তাওবা হবে না; বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণিত শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে তাওবা হতে হবে।

২১)অন্যের প্রতি যুলুম না করা:
অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধরনের যুলুম। এই অত্যাচারের কারণে পরকালে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে আসবে এবং নিজের নেকি সমূহ তাকে দিয়ে দিতে হবে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব মহা বিপদ মুহূর্তে নিজের নেকির সম্বল

যেন এই গীবতের কারণে হারিয়ে না যায়, সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূল বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে অপর মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে।"'১

২২) নিজে যেমন ভাল ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথে অনুরূপ ভাল ব্যবহার করা:

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা শুধু একাই মানুষের নিকট থেকে উত্তম আচরণ ও সম্মান পেতে চায়। কিন্তু অন্যকে ভাল আচরণ ও সম্মান দেয়ার কথা মোটেই চিন্তা করে না। এটা বড় অন্যায়, নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে, অপরের সাহায্য পাওয়ার আশা করলে অন্যকেও অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবেই তো নিজের নফসের উপর ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। রাসূল বলেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"২
অতএব নিজের কোন বিষয় নিয়ে মানুষ গীবতে লিপ্ত হোক এটা যেমন অপছন্দ করবে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়াকেও ঘৃণা করবে।

[১. সহীহ আল-বুখারী, 'কিতাবুল ঈমান', 'বাবু আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা' হা/৯; সহীহ্ মুসলিম,'কিতাবুল ঈমান', 'বাবু আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা' হা/৫৮।
২. সহীহ্ আল-বুখারী, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা মা ইউহিব্বা' অনুচ্ছেদ, হা/১২:
সহীহ মুসলিম, 'আল-ঈমান' অধ্যায়, 'আদ-দলীলু আলা আন্না মিন খেছালিল ঈমানি' অনুচ্ছেদ, হা/৬৪।]

২৩) সৎ সঙ্গী গ্রহণ:

ভাল-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে

সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

২৪) মরণের স্মরণ:

মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

২৫) পরকালের পাথেয় সংগ্রহ:

বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

নিম্নে আরো কিছু আলোচনা করা হলো:
(১)প্রথম উপায় হচ্ছে অপরের কল্যাণ কামনা করা। কেননা, রাসূল সা. বলেছেন, 'দীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা।' [বুখারি ও মুসলিম]
(২)দ্বিতীয়ত, আত্মত্যাগ অর্থাৎ যেকোনো প্রয়োজনে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়া। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন-'তারা নিজের ওপর অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অনটনের মধ্যে থাকে।' [সূরা হাশর : ৯]
(৩)তৃতীয়ত, অপরের অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়া।
(৪)চতুর্থ কুরআন ,হাদীস এবং মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করে অন্তরে আল্লাহপাকের ভয় সৃষ্টি করা ।

এ ক্ষেত্রে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সর্বাগ্রে।
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

-مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

সে যে কথাই উচ্চারন করে, তাই গ্রহন করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা ক্বাফ - 18)

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম(ﷺ)ইরশাদ করেছেন 'যে ব্যক্তি আমার জন্য তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।' [বুখারি]

অপর হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন, ‘বান্দা যখন ভোরে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয় তখন শরীরের সব অঙ্গ জিহ্বার কাছে আরজ করে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর নাফরমাণী কাজে পরিচালিত করো না। কেননা, তুমি যদি ঠিক থাক, তবে আমরা সঠিক পথে থাকব। কিন্তু যদি তুমি বাঁকা পথে চলো, তবে আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো। [তিরমিযী]

সর্ব শেষ বিষয় হলো নিজে গীবত করবোনা এবং কারো গীবত শুনবো না সর্বপরি যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন’।
(মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৫৮৩; তিরমিযী)

★গিবত পরিত্যাগে প্রিয়নবি নসিহত মেনে চলা আবশ্যক। হাদিসে এসেছে-
হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-
‘তোমরা একে অপরের নিন্দা কর না। আর পরনিন্দা হলো অপর ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা যা তার অপছন্দ। যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে লাঞ্চিত ও অপমানজনক শাস্তি দিবেন।’ (তিরমিজি)

★গীবত থেকে বাঁচার উপায় হল, এর মারাত্মক পরিণতি ও শাস্তির কথা হৃদয়ে বসাতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে কখনো গীবত করব না। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে, ‘হে আল্লাহ! গীবত নামক জঘন্য গুনাহাটি থেকে আমি পরিত্রান চাই। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গল্প করার সময় গীবত লিপ্ত হয়ে পড়ি; হে আল্লাহ! আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে কখনো গীবত করব না। কিন্তু আমার এই শপথ ঠিক রাখা এবং এর উপর বদ্ধপরিকর থাকা তোমার সাহায্য ও তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! দয়া করে আমাকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার সাহস, উৎসাহ ও তৌফিক দান করো।
আজই সাহস করে এভাবে শপথ ও দোয়া শুরু করুন,ইং শা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মানুষের ব্যক্তি, পারিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে অন্যের দোষ বর্ণনা তথা গিবত পরিহার করার তাওফিক দান

করুন। সকল গুনাহের থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করেন,গিবত তথা পরনিন্দার ভয়বহতা, ক্ষতি ও শাস্তি থেকে হেফাজত করুন। আমিন ইয়া রব্বুল আলামীন।

“গ্রন্থপঞ্জি”

১. গীবত
[ইমাম গাযালী (র)]

২ .(গীবত ,ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়)
(মোহাম্মদ আব্দুল হাই বিন শামসুল হক)

৩.(গীবত বা পিছনে নিন্দা)
মাওলানা আব্দুল হাই লাখনৌবী(রঃ)

৪.(গীবাত, চোগলখোরি, যবান ও ঈমান
বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!)
(হাফিয মোঃ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া)

৫.[গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ]
(সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী) বইয়েরPDF

৬.http://ihadis.com/
৭.https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/
৮.https://ahlehaqmedia.com/
৯.ourislam24.
১০.মাসিক আত-তাহরিক।
১১.ঢাকা টাইমস।

সমাপ্ত